



66086 - যিনি পরদিন সফর করবেন বধি়য় রোযো না-রাখার নয়িত করছেন; কনিতু পরে সফরে যাওয়া হয়নি

প্রশ্ন

প্রশ্ন :

এক ব্যক্তি সফরে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে রোযো না-রাখার নয়িত করছেন। ফজর হওয়ার পর তিনি তার সফর বাতলি করছেন; কনিতু রোযো ভঙ্গকারী কোন বিষয়ে লিপিত হননি। এক্ষত্রে তার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ক্বুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা এর দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন মুসাফরি রমজানে রোযো ভঙ্গ করতে পারে। তবে তাকে সম সংখ্যক রোযার কায্য করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] (البقرة: 185)

“আর কটে অসুস্থ থাকলকেথা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।”[সূরা বাক্বারা, ২ : ১৮৫]

যে ব্যক্তি তার নিজ শহরে অবস্থান করছেন এবং সফর করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করছেন তিনি নিজ শহরে বাড়িঘরের সীমানা অতিক্রম করার আগ পর্যন্ত ‘মুসাফরি’ হিসেবে গণ্য হবেন না। তাই শুধু সফরের নয়িত করলেই মুসাফরিরে অবকাশসমূহ (রোখসত) যমেন- রোযো ভঙ্গ করা, সালাত সংক্ষিপ্ত করা ইত্যাদি গ্রহণ করা হালাল নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা মুসাফরিরে জন্য রোযো ভঙ্গ করা বধৈ করছেন। নিজ শহর অতিক্রম না করা পর্যন্ত কটে ‘মুসাফরি’ বলে গণ্য হবেন না।

ইবনে ক্বুদামাহ‘আল-মুগনী’ (৪/৩৪৭) গ্রন্থে ‘যে ব্যক্তি দিনেরে বেলোয় সফর করনে তিনি রোযো ভঙ্গ করতে পারবেন’ উল্লেখ করার পর বলেছেন: “যখন এটি সাব্যস্ত হল তখন তার জন্য রোযো ভঙ্গ করা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়যে হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তার শহরে ঘরবাড়ি পছিনে ফলে আসনে। অর্থ্যাৎ আবাসকি এলাকা অতিক্রম করে এর ভবনসমূহ থেকে দূরে চলে আসনে।” তবে হাসান (রহঃ) বলেছেন: “যদেনি তিনি সফর করতে চান সদেনি তিনি চাইলে তার নিজ বাড়তিই রোযো ভঙ্গ করতে পারনে।” একই রকম অভিমিত আত্বা (রহঃ) হতওে বর্ণিত আছে। এ ব্যাপারে ইবনে ইবনে আব্দুল বারর (রহঃ) বলেছেন: হাসান (রহঃ) এর বক্তব্যটি বরিল। নিজ শহরে থাকা অবস্থায় রোযো ভঙ্গ করা কারো জন্য জায়যে নয়।



করাস দ্বারা অথবা কুরআন-হাদিসের দলীল দ্বারা এটাকে জায়যে করা যায় না। হাসান (রহঃ) হতে বপিরীতধর্মী বক্তব্যও বর্ণিত আছে।”

এরপর ইবনে ক্বুদামা বলেন: “আল্লাহ তা’আলা বলছেন :

[فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ] (2 البقرة : 185)

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাসে উপস্থিত আছে, সে যেন এতে রোযা পালন করে।” [সূরা বাক্বারা, ২:১৮৫] অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাহ্‌দী (এখান শাহ্‌দী মান- (حاضر لم يسافر) যিনি উপস্থিত আছেন, সফর করেননি। নিজ শহর থেকে বের না-হওয়া পর্যন্ত তিনি মুসাফির হিসেবে গণ্য হবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজ শহরে অবস্থান করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত মুকমিরে (স্বগৃহে অবস্থানকারীর) হুকুমসমূহ তার উপর বর্তাবে। তাই তিনি সালাত সংক্ষিপ্ত করবেন না”। সমাপ্ত

শাইখ ইবনে উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যিনি সফরে নযিযত করছেন এবং অজ্ঞতা বা বশতঃ নিজ গৃহে থাকতাই তিনি রোযা ভঙে ফেলেছেন, তারপর সফরে বের হয়েছেন - তার উপর কাফফারা দয়া কি ওয়াজবি?

তিনি উত্তরে বলেন : “তার জন্য নিজ বাড়িতে রোযা ভঙা করা হারাম। কিন্তু তিনি যদি সফরে বের হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে রোযা ভঙে থাকেন তাহলে তাকে শুধু রোযা কাযা করতে হবে।” সমাপ্ত [ফাতাওয়াআস-সয়্যাম (পৃঃ ১৩৩)]

আশ-শারহুল-মুমত্ববি (৬/২১৮) গ্রন্থে তিনি বলেন :

“রাসূলের সুন্নাহ ও সাহাবীগণ হতে বর্ণিত বাণীসমূহে রয়েছে যে, কটে দিনের বেলো সফর করলে রোযা ভঙা করতে পারে। এক্ষেত্রে তার নিজ গ্রাম ছেড়ে যাওয়া শর্ত কনি? নাকি সফরে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বের হলেই রোযা ভঙা করতে পারবে?”

উত্তর: সলফে সালহীন (সাহাবী, তাবঈ ও তাব-ে-তাবঈ) হতে এ ব্যাপারে দুইটি মত বর্ণিত হয়েছে। আলমেগণের মধ্যে অনেকে এ মত পোষণ করেন যে, কটে যদি সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত নিয়ে শুধু বাহনে আরোহণ করা বাকি থাকে, তাহলে তার জন্য রোযা ভঙা করা জায়যে। এ ব্যাপারে তাঁরা আনাস রাদয়্যাল্লাহু আনহু হতে উল্লেখ করেন যে, তিনি এমনটি করতেন। আপনি যদি আয়াতে কারীমাটি পর্যালোচনা করেন তাহলে দেখবেন যে, এ মতটি শুদ্ধ নয়। কারণ সে ব্যক্তি এখন পর্যন্ত মুসাফির হয়নি, তিনি এখন পর্যন্ত মুক্বীম (স্বদেশে অবস্থানকারী ব্যক্তি) রয়েছেন। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, তার জন্য নিজ গ্রামের বাড়ির অতিক্রম না করা পর্যন্ত রোযা ভঙা করা জায়যে নয়।

অতএব সঠিক মত হল, সে নিজ এলাকা ত্যাগ না করা পর্যন্ত রোযা ভঙা করবে না। এ কারণে নিজ শহর থেকে বের না



হওয়া পর্যন্তসালাত সংক্ষিপ্ত করা বধৈ নয়। একই ভাবে নজি এলাকা থেকে বরে না হওয়া পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ করা জায়যে নয়।”সমাপ্ত[সংক্ষিপ্ত ও কিছুটা পরমির্জতি]

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, যবে ব্যক্তি রাত থাকতহৈ সফর করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করছেন তার জন্য রোযা ভঙ্গকারী হিসাবে দনি শুরু করা জায়যে নয়। বরং তাকে রোযার নযিযত করতে হববে। এরপর দনি শুরু হলবে তনি যদি সফর করনে এবং তার নজি গ্রামরে বাড়ঘির অতিক্রম করনে তখন রোযা ভঙ্গ করা তার জন্য জায়যে হববে।

মোদদা কথা,যবে ব্যক্তি পরদনি সফর করার সদিধান্ত নযিছেন বধিয় রাতবে রোযার নযিত করনেনি তনি ভুল করছেন। এক্ষতেরবে তাকে সেই দিনরে পরবির্তবে কাযা রোযা আদায় করতে হববে। যদি ধরবেও নবেয়া হয় যবে, পরদনি তনি সফর করনেনি কারণ তনি রাত থাকতবে রোযার নযিত করনেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

(مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) رواه أبو داود (2454) والترمذي (730) وصححه الألباني في صحيح أبي داود)

“যবে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পূর্ববে রোযার নযিযত করনেনি তার রোযা হববে না।”[হাদসিটি আবু দাউদ (২৪৫৪) ও তরিমযী (৭৩০) বরণনা করছেন এবং আলবানীসহীহ আবু দাউদ গ্রন্থবে হাদসিটিকে সহীহ বলবে চহ্নিতি করছেন।]এই ব্যক্তি যদি সফর করতে না পারনে তারউচতি হববে এই মাসরে সম্মানার্থবে দনিরে অবশষ্টিটাংশ রোযা ভঙ্গকারী সকল বিষয় (মুফাত্তরিত) থেকে বরিত থাকা। কারণ তনি শরযিত অনুমোদতি ওজর (অজুহাত) ছাড়াই রোযা ভঙ্গ করছেন।[আশ্-শারহ আল-মুমত্বা(৬/২০৯)]

তাই প্রশ্নকারীর উচতি আল্লাহর কাছবে আন্তরকিভাবে মাফ চাওয়া এবং তনি যা করছেন তা থেকে তওবা করা এবং সেই দিনরে রোযা কাযা করা।

আল্লাহই সবচয়ে ভালবে জাননে।